মু'মিনদের
পারস্পরিক সম্পর্ক

শাইখুল হাদিস মুফতি আবু ইমরান হাফিজাহুল্লাহ

শাইখুল হাদিস মুফতি আবু ইমরান হাফিজাহুল্লাহ এর

মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক

শীর্ষক অডিও লেকচার থেকে লিখিত

মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক

শাইখুল হাদিস মুফতি আবু ইমরান হাফিজাহুল্লাহ

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم – أما بعد – فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم – بسم الله الرحمن الرحيم - واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا – صدق الله العظيم

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো "মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক"। প্রথম আমরা জানবো যে মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা জরুরী কিনা? এ ব্যাপারে কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا [٣:١٠٣]

তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে সামগ্রীকভাবে আঁকড়ে ধরো আর পরস্পরে তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না। [৩:১০৩]

আল্লাহ পাকের নির্দেশ, আল্লাহর রশিকে সবাই মিলে আঁকড়ে ধরো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কুপ্রভাব :

মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদের কুপ্রভাবকে উল্লেখ করে নিম্নের আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ [٨:٤٦]

আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে মেনে চলো, আর তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি বিবাদে নামো তাহলে তোমরা নিজেদের সাহস হারাবে এবং তোমাদের প্রভাবও চলে যাবে। বরং তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিঃসন্দেহ আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [৮:৪৬]

فتفشلوا – তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে। *وتذهب ريحكم* – তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। শত্রুরা তোমাদেরকে পরোয়া করবে না। *واصبروا* – আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো।

বিবাদ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাও আল্লাহ পাক এখানে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেককেই সংযমি হতে হবে। নিজের উপর নিজের Control ঠিক থাকতে হবে। উত্তেজিত হয়ে পড়লে, অস্থির হয়ে পড়লে, অসহিষ্ণু হয়ে পড়লে, রেগে গেলে - তোমরা হেরে যাবে। এজন্য এই অনিয়ন্ত্রিত রাগকে ছাড়তে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। তাছাড়া ধৈর্য, তা একটা যুক্তিযুক্ত বিষয়ও।

আর আপনি অধৈর্য হয়ে পড়বেন কীভাবে? আপনার কি নিজস্ব কোন ক্ষমতা আছে? সব ক্ষমতা তো আল্লাহর। আর আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিছু পেতে হলে আল্লাহর নিয়মানুযায়িই আপনাকে চলতে হবে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ [৮:১]

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর নিজেদের মধ্যে সম্পর্ককে ঠিক রাখো। [৮:১]

সম্পর্ক ঠিক রাখলে আল্লাহ পাকের রহমত পাবে। আল্লাহ পাকের একটা নাম রাহমান। আর উনার রহমত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো থাকার সাথে সম্পর্কিত। যদি তারা একে অপরের সাথে রহমতের সম্পর্ক বজায় রাখে, যদি একে অপরের প্রতি তাদের রহমত ও দয়া

থাকে, তাহলে মানুষ আল্লাহ পাকের রহমতের ভাগী হয়। এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন - **আল্লাহকে ভয় করো আর নিজেরা পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখো।** নিজেরা দ্বন্দে লিপ্ত হলে আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

الا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا : بلي قال : صلاح ذات بين و فساد ذات بين هي الهال

এমন এক মর্যাদার কথা তোমাদেরকে বলবো কি? যা নামাজ, রোযা ও সাদাকা - এগুলো থেকেও শ্রেষ্ঠ ! সাহবায়ে কেরাম বললেন, জি! অবশ্যই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, তোমরা পরস্পরে সম্পর্ক ঠিক রাখ। আর পরস্পরে সম্পর্ক নষ্ট করা, এটা হলো মুন্ডনকারী।

অন্য হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لاتحنقوا الشام

মুন্ডন মানে চুল মুন্ডন করা না। বরং ***تحنق الدين*** ধর্ম নষ্ট করে দেওয়া। যখন সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তখন নানান ধরণের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও বিভিন্ন ধরণের টেনশনে মানুষ দ্বীন-ধর্মও ঠিকমত পালন করতে পারে না। দুনিয়া তার কাছে বিষাদ হয়ে যায়। তাই নিজেদের পরস্পরের সম্পর্ককে ঠিক রেখে এক জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হাদিসের মধ্যে এসেছে :

يد الله علي الجماعة

আল্লাহ পাকের হাত, আল্লাহ পাকের সহায়তা ও আল্লাহ পাকের শক্তি জামাতের সাথে রয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ [٨:٦٢] وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٨:٦٢-٦٣]

আল্লাহ তা'য়ালা নিজ ও মুমিনদের সাহায্য দিয়ে আপনাকে সহায়তা করেছেন এবং মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি দিয়েছেন। আপনি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতেন, তবুও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি আনতে পারতেন না। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের মনের মধ্যে সম্প্রীতি দিয়ে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহ তিনি মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী। [৮:৬২, ৬৩]

পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের চেয়েও মু'মিনের পারস্পরিক সম্পর্ক মুল্যবান। মানে সুসম্পর্ক। প্রত্যেকে যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ থেকেও একে মুল্যবান মনে করে তাহলে নিজেদের মধ্যে দুনিয়াবি কোন বস্তু নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে, সুবিধা নিয়ে ছোটখাট ঝগড়াঝাটি হবে কি? আর বিবাদ হবে কি? আসলে কোরআনের নির্দেশনা এটাই যে, পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের চেয়েও পারস্পরিক সুসম্পর্কের দাম বেশি। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য, সামান্য একটু ব্যবহারের কারণে, সামান্য একটু সুবিধার জন্য তুমি সম্পর্ক নষ্ট করছো! অথচ এই সম্পদের দাম সমস্ত সম্পদের চেয়েও বেশি।

আমাদের করণীয় :

এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের করণীয় কী? নিজেদের ঐক্যবদ্ধতা বজায়ের উপর কোরআনে কারীমে কী নির্দেশনা রয়েছে? নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেন নষ্ট না হয় - এজন্য আমাদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে কারীমে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ [٥:٥٤]

হে ঈমানাদার সকল! তোমাদের কেউ যদি দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা এমন এক জামাত নিয়ে আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ভালবাসেন। তারাও আল্লাহ তা'য়ালাকে ভালবাসে। যারা মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী হয়। আর কাফেরদের উপর কঠোর। তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে, আর ভয় করবে না কোনো নিন্দুকের নিন্দা। [৫:৫৪]

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি তাদের ভালবাসার প্রকাশ হলো, তারা মু'মিনদের প্রতি হয় বিনয়ী। ***أذلة علي المؤمنين*** – মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী। আর ***أعزة علي الكافرين*** – কাফেরদের উপর কঠোর।

মু'মিনদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক রাখার মূল পয়েন্ট হলো, অপর মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হওয়া। একে অপরের সহিত নিজেরা বিনয়ী হবে। আর বিনয়ের গুণ যখন এসে যাবে তখন পরস্পরের সম্পর্কও ঠিক থাকবে। বিনয় আর দয়াই হলো পরস্পরের সম্পর্ক ঠিক রাখার মাধ্যম। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সুদৃঢ় ঐক্য ছিলো। ফলে উনাদের মাধ্যমে পুরা

পৃথিবীতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের ঐ গুণগুলি কী ছিলো? তারা পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্কের সহিত ছিলেন। এরশাদ হয়েছে :

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ [٤٨:٢٩]

কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর আর নিজেদের ব্যাপারে তারা ছিলেন দয়াবান। [৪৮:২৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট কতবেশি সম্মানিত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ [١٥:٨٨]

আপনার ডানা মু'মিনদের জন্য ঝুঁকিয়ে দিন। [১৫:৭৮]

অথচ সাধারণ মুসলমানরা এখন নিজেদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান বানিয়ে রেখেছে। যে বড় ব্যক্তি হয়ে যাবে, সে ছোটর জন্য নমনীয় হতে পারে না! রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন যে, আপনার ডানা মু'মিনদের জন্য ঝুঁকিয়ে দেন। তাহলে মু'মিন - সাধারণ মু'মিনের মর্যাদার কোন তুলনা এখানে করা চলে! সেই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও আল্লাহ পাক বলছেন, আপনার ডানা মু'মিনদের জন্য ঝুঁকিয়ে দেন। *واخفظ جناحك للمؤمنين* – **মু'মিনদের জন্য আপনার ডানা ঝুঁকিয়ে দেন**। পাখি তার ডানা ঝুঁকিয়ে দেবার অর্থহলো, সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেয়। নিজেকে অপারগ হিসেবে প্রকাশ করা। একজন মু'মিনের সামনে আপনি অপারগ হয়ে যান। যেন আপনার কোন শক্তিই নাই! আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا [٢٥:٦٣]

রাহমানের বিশেষ বান্দা হলো তারা, যারা বিনয়ী হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করে। [২৫:৬৩]

هونا – সহজভাবে। নিজেকে ছোট বানিয়ে। বিনয়াবতভাবে। বিনয়ীভাবে। তিনি আরোও বলেন :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ [٢٨:٨٣]

আখেরাতের ঐ আবাস আমি ওদের জন্য নির্ধারণ করবো, যারা পৃথিবীর মধ্যে অহংকার করতে চায় না। আবার অনাচারও সৃষ্টি করে না। আর শুভ পরিণাম খোদাভীরুদের জন্য। [২৮:৮৩]

অপর এক জায়গায় এসেছে :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [٤١:٣٤]

ভালো এবং মন্দ উভয়ই সমান নয়। উত্তম পদ্ধতিতে তুমি তার মোকাবেলা করো। অতঃপর দেখবে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে - তা এমন হয়ে যাবে যেন সে তোমার প্রগাঢ় বন্ধু। [৪১:৩৪]

এখানে অপর মু'মিনের সহিত তার মন্দের পরিবর্তেও ভালো আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কারণও বলা হয়েছে যে, পরিণতিতে সে তোমার প্রগাঢ় বন্ধু হয়ে যাবে। আর বন্ধু বানানো কাম্য। এটা কি কোন কাফের মুশরিককে? না, মু'মিনকে।

একজন মু'মিন থেকে তুমি যেমন ব্যবহারই পাও ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে তুমি তার মোকাবেলা করো। এটা শরিয়তে কাম্য। তবে হ্যা! সমান সমান বদলা নেওয়া যায়। সে যে পরিমাণ মন্দ করলো আমি সে পরিমাণ মন্দ করবো। এটার অবকাশ আছে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার আরোও সুবিধার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন যে তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করো। মন্দের বিনিময়ে ভালো করো। তাহলে সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। কারণ সে মু'মিন। তার মূল ঠিক আছে।

আমাদের বোধশক্তি দ্বারা এটা গ্রহণ করা কঠিন। এজন্য আল্লাহ পাক আরেকটু ওয়াজ করে দিচ্ছেন :

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا [٤١:٣٥]

এই বিষয়টা শুধু তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল। [৪১:৩৫]

তারপর এসেছে :

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [٤١:٣٥]

এটা শুধু তারাই লাভ করে যারা বড়ই ভাগ্যবান। [৪১:৩৫]

যাদের কপাল বিশাল। এরাই শুধু এই তাওফিক পায়। ফলে মন্দ আচরণের পরিবর্তে সে ভালো আচরণ করে।

কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা :

- কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাকের বানী – "তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখো"। এই আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার হাদিসে বলেন :

"তোমার আত্মীয়-স্বজন যদি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলেও তুমি তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। ভালো ব্যবহার করবে। এটাই আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা।

তারা যদি ভালো ব্যবহার করে তাহলে তুমিও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কিন্তু তখন তুমি তাদেরকে বদলা দিলে মাত্র। তোমার দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা হয়েছে - এটা বলা যাবে না। বরং তারা যখন সম্পর্ককে নষ্ট করবে তখন যদি সম্পর্ককে ঠিক রাখো, যখন তারা সম্পর্ক ছিন্ন করবে তখন যদি তুমি সম্পর্ককে জোড়া লাগাও - তবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখলে বলে তুমি গণ্য হবে।"

এজন্যই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে, এই ধরণের লোক জীবনের মধ্যে বরকত পাবে। সে সম্পদের মধ্যে বরকত পাবে। আর এই বরকত পেতে হলে তার কী করতে হবে? সম্পর্ক ছিন্ন হলে সেই সম্পর্ক জোড়া লাগাতে হবে। নিজের অহংকার, নিজের ক্ষমতা, নিজের আমিত্ব – এগুলিকে সে ধরে রাখতে পারবে না। এগুলি মিটালেই সে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারবে। এটাকে হাদিসে বলা হয়েছে

صلاح - الا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا : بلي قال : صلاح ذات بين و فساد ذات بين هي الهال

এখন কেউ ভালো ব্যবহার করলো। অথচ তার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হলো। তাহলে সেটা তার উপর জুলুম হয়ে গেলো। ভালো ব্যবহার করলে তো স্বাভাবিকভাবে সে ভালো ব্যবহারের পাওনাদার। এমনকি সম্পর্ক ঠিক না থাকলেও।

মন্দ ব্যবহারের পর যদি ভালো ব্যবহার করো তবেই তুমি সম্পর্ক ঠিক রাখলে। তুমি আল্লাহ তা'য়ালা থেকে বড় নেয়ামত পাবার অধিকারী হবে। যদিও বাহ্যিকভাবে দেখছো যে, দুনিয়ার মানুষ তোমাকে ঠকিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আসলে আল্লাহর কাছে তুমি জিতে গেলে। সেখান থেকে তুমি পাওয়া শুরু করবে।

এই যে মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টা হবে মায়া-মমতা ও মহব্বত। ***أذلة علي المؤمنين*** মু'মিনদের প্রতি সে ***ذليل*** হবে। ***ذلول*** হবে। এই ***ذلول*** এর আভিধানিক অর্থ হলো, নিজেকে তুচ্ছ বানিয়ে রাখা। বিনয়ী বানিয়ে ফেলা। নিজের আমিত্বকেই আসলে খতম করে দেওয়া।

- হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু ***أذلة علي المؤمنين*** এর অর্থে বলেন : সবধরণের লোকদের সাথে কোমল স্বভাব সম্পন্ন।

এই যে তাদের মধ্যে ঐক্য থাকবে। তাদের পরস্পরে সুসম্পর্ক থাকবে। এই সুসম্পর্ক থাকার দরুন তারা *أذلة علي المؤمنين* হবে। মু'মিনদের সাথে তারা *ذلول* হবে। আপন ধর্মীয়াবলম্বীদের সাথে তাদের স্বভাব হবে কোমল।

- হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : *رحماء* - তারা হবে দয়াবান।
- হযরত ইবনে জুরাইজ বলেন : পরস্পরের প্রতি তারা হবে সহানুভূতিশীল।
- হযরত আ'মাশ বলেন : মু'মিনদের সামনে তারা নিজেদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখবে।

অন্য মু'মিনের সামনে তারা নিজেদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখবে। আসলে তার শক্তি দুর্বল না। সে দুর্বল বানিয়ে রাখবে।

- হযরত আবু জাফর বলেন : তাদের প্রতি কোমল ও দয়া-পরবশ হবে।

শক্তির সাথেই বিনয়ই হলো সংযম :

এইযে তাদের কোমলতা, তাদের দয়া, তাদের দুর্বলতা - এটা আসলে তাদের শক্তিহীনতার কারণে নয়। কারণ শক্তিহীনতার কারণে যে দুর্বলতা সেটা প্রশংসনীয় কোনকিছু না :

ان الله يلوم علي العجز

দুর্বলতার প্রতি আল্লাহ পাকের তিরস্কার আছে।

কারো শক্তি নেই। এখন দুর্বল হয়ে আছে। এই দুর্বলতা আল্লাহ পাক দেখতে পারেন না। শক্তি থাকার পরে নিজেকে দুর্বল প্রকাশ করা চাই। যেমন :

العصم بعد القدرة

শক্তি থাকার পরে ক্ষমা।

শক্তি থাকার পরের বিনয়ীতা আল্লাহ পাকের কাছে মূল্যবান। অন্যত্র বলা হয়েছে :

المؤمن القوي خير و احب الي الله عن مؤمن الظاهري

শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুর্বল মু'মিনের চেয়ে শ্রেষ্ট ও প্রিয়।

তাহলে শক্তি থাকা আর বিনয়ী হওয়া - একটা আরেকটার বিপরীত না। বরং আল্লাহ পাকের কাছে প্রিয় হতে হলে একটার পাশাপাশি আরেকটাও অপরিহার্য। বস্তুত এটা তাদের দুর্বলতার ফল না। বরং সেটা তাদের সংযম।

এখন যে তারা বিভিন্ন সময় নিজেদেরকে তুচ্ছ বানিয়ে রাখে। কেন? দুনিয়াবী কোন স্বার্থে? দুনিয়ার কোন বিপদের ভয়ে? জেল জুলুমের ভয়ে? না। তারা যে নিজেদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখে - সেটা আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের স্বার্থে। দাওয়াত দেবার জন্য কষ্ট সহ্য করে। সংযম করে। পরিণতির প্রতি লক্ষ রেখে যে, পরবর্তিতে ফল কী হতে পারে। এজন্য নিজেদের তুচ্ছতা নগদ মেনে নেয়। অথবা ভালো-মন্দের যে নীতিমালা আছে, সেই নীতিমালা অনুযায়ী তারা নিজেদেরকে চালায়। এই নীতিতে চললে ভালো হবে। কিন্তু এই নীতিতে চললে বাহ্যিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, সে অপদস্ত - অপমানিত। এই নীতিতে চলতে গিয়ে দ্বীনের স্বার্থে এই অপদস্ততা ও অপমানকে সে গ্রহণ করেছে ।

কিছু উদাহরণ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাড়ের উপর উটের নাড়ি-ভুরি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এইযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপদস্ততা সহ্য করা। তা কি নিজের দুনিয়াবি স্বার্থে ছিলো? না। বরং আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীনের জন্যই তাদের ত্যাগ স্বীকার করা।

হুদাইবিয়া যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের চুক্তি মেনে নেবার জন্য বাধ্য করেছেন। তারা যে চুক্তি মেনে নিয়েছিলেন - এটা কি আল্লাহর দ্বীনের জন্য নাকি দুনিয়াবি ব্যক্তিস্বার্থে? বরঞ্চ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা যদি হতো তাহলে উনারা নিজেদের রক্ত ঝড়িয়ে দিতেন। তারপরও এই অবমাননার চুক্তি কখনও তারা মানতেন না।

আসলে দ্বীনের জন্য অবমাননা সহ্য করা কোনও লাঞ্চনা না। এটা অপদস্ততা না। পক্ষান্তরে যারা হক্ব বলতে গিয়ে জেলের ভয়ে অথবা শত্রুর ভয়ে তা থেকে দমে থাকে অথবা শত্রুর সাথে মিল দেয় তারাই হলো প্রকৃত অপদস্ত। এজন্য হাদিসের মধ্যে মু'মিনের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, মু'মিন হলো *ذلول* – সে অনুগত। এটা তার আনুগত্যের ফল। সে আরেকজনকে মানে। তার মধ্যে মান্যতা আছে। এজন্য সে নমণীয়।

অপরদিকে ফাসেক আর মুনাফিক। তাদের আনুগত্যতা হলো তাদের তুচ্ছতা, কাপুরুষতা, ভীতি এবং নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থের কারণে। তাই সেটা *ذليل* –। দুনিয়াবী স্বার্থ ও কাপুরুষতার কারণে তারা নিজেদেরকে অপদস্ত বানিয়ে রাখে। ফাসেক-মুনাফিকদের এই অপদস্ততা আর আল্লাহর দ্বীনের জন্য মু'মিনদের কোরবানি দেয়া – দু'টো এক নয়।

মু'মিনের মধ্যে *نلول* সিফত আছে। কিন্তু সে তুচ্ছ। এজন্যই *أذلة علي المؤمنين* এর সাথে সাথে বলা হয়েছে *أعزة علي الكافرين* মু'মিনের ব্যাপারে সে নমনীয় ও বিনয়ী। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর। কাফেরের সামনে সে কঠোর।

এই কঠোরতার শক্তি না থাকলে সে কি কঠোরতা দেখাতে পারবে? সুতরাং এই কঠোরতাই বলে দেয় যে, তার পূর্বের বিনয়ীভাব তার দুর্বলতার কারণে ছিলো না। বরং শক্তির সাথেই বিনয়ী ছিলো। আর বিনয়ের এই শক্তি নিয়ে সে গুটিয়ে বসেও থাকে না। সেটা প্রকাশ করে। *يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ [٥:٥٤]* তারা দুর্ধর্ষ জঙ্গি হয়ে যায়। তারা কাউকে ভয় করে না।

বিনয়ীতার ফলাফল :

মু'মিনের এই বিনয়ীতার ফল হলো যে, তারা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে বিনয় ও নমনীয়তার সহিত *نلول* হয়ে এবং অপরের দিকে ঝুঁকে নিজেদের কর্মকান্ডগুলি সম্পাদন করে। যেমন :

আমীর তার মা'মুরদের থেকে মাশওয়ারা নেন। **وأمرهم شوري بينهم** -। এটাও তাদের *نلول* হবার প্রকাশ। আর মা'মুর তাদের আমীরের শরিয়ত সম্মত প্রতিটি নির্দেশ - যত কষ্টের কাজই হউক না কেন – আল্লাহর নির্দেশ ভেবে একে বাস্তবায়নে তারা জীবন বাজি রাখে। ছোটরা বড়কে সম্মান করে। বড়রা ছোটকে স্নেহ করেন। সাধারণ ব্যক্তিরা আলেমদেরকে সম্মান করে। তাদের কথাকে মান্য করে। আল্লাহ পাকের সম্মানের মত করে আলেমদেরকে সম্মান করার মধ্যেই তাদেরও *نلول* হবার প্রকাশ পায়। গোনাহগার মুসলমানকে তার গুনাহের

জন্য ব্যক্তি মানুষকে ঘৃণা না করে তার কাজকে ঘৃণা করে। ব্যক্তিকে সংশোধনের চেষ্টা করে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন :

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ [٢٦:٢١٦]

মু'মিনরা যদি নাফরমানী করে ও আপনার কথা অমান্য করে তাহলে আপনি বলে দিন যে, তোমরা যে কাজ করেছো আমি তা থেকে মুক্ত। [২৬:২১৬]

আর কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন :

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ [٦٠:٤]

আপনি বলে দিন যে, আমরা তোমাদের থেকে মুক্ত। [৬০:৪]

কাফেরদের সত্বা ও ব্যক্তিই আসলে ঘৃণিত। সেটাই অপদস্ততা। আর মু'মিন যদি গোনাহ করেও ফেলে তবুও সেটা হাতে ময়লা লাগার মতো। হাতকে কেটে ফেলবে না।

একটি উদাহরণ :

খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজের জন্য তিরস্কার করেছেন। কী বলেছেন :

اللهم اني اضرأ اليك مما صنع خالد

হায় আল্লাহ! খালেদ যে কান্ড ঘটিয়েছে - আমি সেটা থেকে আপনার পানাহ চাই।

اللهم اني اضرأ اليك من خالد হায় আল্লাহ! খালেদ থেকে আমি পানাহ চাই - একথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি। এটাই হলো মু'মিন আর কাফেরের মধ্যে একটা

ব্যবধান। মু'মিন যদি কোন অন্যায়-অপরাধ করে বা সে যদি গোনাহগার মু'মিনও হয় – তারপরও মু'মিন হিসেবে তাকে মহব্বত করা। তার সাথে সম্পর্ক রাখা। তার প্রতি ভালবাসা ঠিক থাকবে। পাশাপাশি তাকে শোধরানোর চেষ্টা করবে।

তবে হ্যা। তার দোষ যেন অন্যের মধ্যে সংক্রমিত না হয় – সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। খালেদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো গোনাহ করলেও তাকে কাফির ঘোষনা দিয়ে দিবে না। তাকে মারা শুরু করে দিবে না। বস্তুত মু'মিনদের সাথে তাদের সম্পর্ক হবে *ذلول* হবার সম্পর্ক।

- **ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এর অভিমত :**

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাপারে একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেন : এখানে যে আল্লাহ পাক বলেছেন, কেউ যদি তোমাদের মধ্যে ধর্ম বিমুখ হয়ে যায় তাহলে - *أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ [٥:٥٤]* - এই গুণসম্পন্ন একটা জামাত আল্লাহ নিয়ে আসবেন। কোন ব্যক্তি ধর্ম বিমুখ হলে তার পরিবর্তে আল্লাহ তা'য়ালা জামাত নিয়ে আসবেন। **- এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের এই সাহায্যটা আসবে জামাতের মাধ্যমে।**

আল্লাহ তা'য়ালা এই দ্বীনকে বিজয়ী করবেন ও সফলতা দিবেন জামাতের মাধ্যমে। আর হ্যা, সেই জামাতের সদস্যগুলোর গুণাবলী হবে এমন এমন। আর এই গুণাবলীগুলো যে জামাতের সদস্যদের মধ্যে থাকবে তারা সংখ্যায় অনেক হলেও বাস্তবে অর্থগত দিক থেকে তারা

একজন ব্যক্তির মত। কারণ এই জামাত ঐক্যবদ্ধ জামাত। **كجسد واحد** হাদিসের ভাষায় এই জামাত একটা দেহের মত হবে। হাদিসে এসেছে :

مثل المؤمنين في تواحدهم و تعاقفهم كمثل جسد واحد

মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহানুভূতি ও ভালবাসার ব্যাপারে তারা একটা দেহের মত হবে।

তাহলে পুরা একটা মুসলমান জামাত মিলে এখন একটা দেহ। এটা একটা বিস্তৃত-বিশাল ব্যাপার। এদেহের প্রতিটা সদস্য এই গুণাবলী সম্পন্ন হবে। যে সদস্য এই গুণাবলী সম্পন্ন হবে সে এই জামাতের অংশ। এরাই হলো কায়ে কায়ে ইমাম শুরা। এরাই হলো কেয়ামত পর্যন্ত সফল জামাত। এরাই হলো সাহাবায়ে কেরামের জামাত। এরাই হলো মাহদী আলাইহিস সালাম এর জামাত। এই জামাতের ব্যাপারে গ্যারান্টি এসেছে যে, তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা স্থানের ও সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ না।

حيث كانوا ومن كانوا

যেই বংশের হউক, যেই স্থানের হউক।

এই গুণ যার মধ্যে থাকবে সে এই জামাতের সদস্য। ***أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ*** [৫:৫৪] এরা কোন পঞ্চাশ (৫০) আর পঞ্চান্ন (৫৫) জাতিতে ভাগ হবে না। সবাই এক। একটা জামাত। তাদের সবার আনন্দ-ফুর্তি একটা আনন্দ। তাদের কষ্ট-বিপদ সবার একটা বিপদ। এখানে কোন দুই বিপদ না। একজনের আনন্দ প্রত্যেকের আনন্দ। একজনের কষ্ট

প্রত্যেকের কষ্ট। সবাই একটা দেহ হয়ে যাবার অর্থ কী? একজনের আনন্দ সবার আনন্দ। একজনের কষ্ট সবার কষ্ট। তাদের অবস্থান হলো এমন।

এজন্য পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে একজন মুসলমানের উপর আঘাত আসলে সবার উপর তাকে রক্ষা করা ফরজ হয়ে যায়। তাকে রক্ষার ব্যবস্থা যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ এই ফরজ থেকে কেউ মুক্ত না। সবাই এই ফরজের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রয়োজনে তার দুনিয়ার সবকিছু ছাড়তে হবে। দুনিয়ার সব ছাড়তে হবে তবুও তাকে রক্ষা করতে হবে।

আমাদের ইতিহাস :

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার মুশরেকরা আটক করে। তাকে উদ্ধারের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশত (১৪০০) সাহাবী নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে, আমরা সবাই নিহত হবো। তারপরও উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার বদলা নিবো।

চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরাম। তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছেন। উনাদের মূল্য আর এক উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর মূল্য কি সমান? কিন্তু একজন মুসলমানের রক্তের বদলা নেবার জন্য উনারা সবাই প্রস্তুত। একজন মুসলমানকে রক্ষার দায়িত্ব অন্য মুসলমানের নিকট এই পরিমাণ।

এভাবে মুসলমানরা যদি একে অপরের বিষয়ে চিন্তা করতো তাহলে মুসলমানদের গায়ে ফুলের টোকা দেবার সাহস পৃথিবীর কোন শক্তির হতো কি? আসলে মুসলিমদের নিজেদের এমন হওয়ার কথা ছিল যে, তারা নিজেদেরকে একটা দেহ মনে করবে। নিজেরা যতই এই

গুণাবলীসম্পন্ন হবে তাদের দেহটা ততই একটা দেহতে পরিণত হবে। এই দেহকে কেউ কাটতে পারবে না।

এই গুণাবলীগুলোর আলোকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থান দেখি। তারপর আমাদের অবস্থান যাচাই করবো। কেন আজকে আমরা এই অপদস্ততার স্বীকার? আর কেন তারা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে? দু'একটা নমুনা এখানে উল্লেখ করছি। দেখুন :

আমাদের পূর্বপুরুষ - ১ :

হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে জখমিদের মধ্যে আমি আমার চাচাতো ভাইকে খুঁজছিলাম। আমি যেয়ে তাকে জীবনের শেষ সময়ে পাই। আমার সাথে আমি পানি নিয়েছিলাম ও ভেবেছিলাম তাকে পান করাবো। অতঃপর তার সামনে পানি তুলেও ধরি।

এই মুহূর্তে পাশে আরেকজন ছিলো। হিশাম ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু পানির জন্য চিৎকার করে উঠে। আমার চাচাতো ভাই ইশারা করলো যে, তার কাছে পানি নিয়ে যাও। আমি হিশাম ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে পানি নিয়ে গেলাম। তাকে পানি পান করাবো।

ঐ মুহূর্তেই পাশে আরেকজন ব্যক্তি পানির জন্য চিৎকার করে উঠে। তখন উনি ইশারা করলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে পানি দাও। আমি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে পানি নিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি উনি শহীদ হয়েছেন। হিশাম ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে ফিরে আসলাম।

তিনিও শহীদ হয়ে গেছেন। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে আসলাম। তিনিও ইতিমধ্যে শহীদ হয়ে গেছেন।

মৃত্যুর মুহূর্তে পানির তৃষ্ণা সাগর পরিমাণ তৃষ্ণার চেয়েও বেশি। সেই সময় নিজে পানি পান না করে অন্য মুসলমানকে দিয়ে দেয়া - এটা শুধুমাত্র আমরা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে আমাদের কাছে সহজ হয়ে গেছে। বাস্তবতা চিন্তা করে দেখেন। কোন মানসিকতায় তারা উপনীত হবার পরে এই অবস্থাটা হয়েছে। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক বলেন :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ [٥٩:٩]

নিজেরা অভাবগ্রস্থ হলেও তাদেরকে তারা প্রাধান্য দেয়। নিজেরা তীব্র ক্ষুধায় থাকলেও অন্যকে তারা প্রাধান্য দিয়ে দেয়। [৫৯:৯]

এই প্রাধান্য দেবার দ্বারা আল্লাহর কাছে তারা ঠকে গেছে কি?

আমাদের পূর্বপুরুষ - ২ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أنفق يا بلال ولاتخشي من ذي عرش رب العالمين

হে বেলাল! তুমি সম্পদ ব্যয় করতে থাকো। আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে তোমার সম্পদ কমে যাবে। একারণে তুমি গরিব হয়ে যাবে, নিঃস্ব হয়ে যাবে - এই আশংকা করো না।

আমাদের পূর্বপুরুষ - ৩ :

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এক লাখ (১,০০,০০০) দিরহাম একদিনে দান করে দিয়েছেন। খাদেমা বলছে, আপনি তো রোযায় আছেন। একটা দিরহামও যদি রেখে দিতেন। তাহলে ইফতারের ব্যবস্থা অন্ততপক্ষে হতো। তিনি বলেছেন, আগে স্মরণ করিয়ে দিতে।

চিন্তা করে দেখেন, তারা নিজেদের জন্য কতটুকু চিন্তা করতেন। আর অপরের জন্য কতটুকু চিন্তা করতেন। পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা!

আমাদের পূর্বপুরুষ - ৪ :

বোখারি শরিফের বর্ণনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা ঘটনা এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বযুগের দু'ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন :

বনী ইসরাঈলের এক যুবক ও এক বৃদ্ধ। দু'জনে মিলে একটি জমি চাষ করেছে। ফসল হবার পরে ফসল কেটে জমিনের মধ্যে ভাগ করে স্তুপ দিয়েছে। যুবক তার ফসলকে বস্তার মধ্যে ভরে তার বাড়িতে রওনা করেছে। বৃদ্ধ এখন তার বস্তা ভরবে। তারপর যুবক এসে তার বস্তা মাথায় উঠিয়ে দিবে। এই অবস্থা। যুবক বোঝা নিয়ে তার বাড়ি রওনা হয়েছে।

বৃদ্ধ তার বোঝা ভরে চিন্তা করছে, আমি তো বৃদ্ধ মানুষ। আমার জীবন শেষ। ওতো যুবক। বিয়ে-শাদি করবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। অনেক টাকা পয়সার দরকার। এই চিন্তা করে নিজের শস্য থেকে - নিজের ফসল থেকে কিছু ফসল ঐ যুবকের স্তুপের মধ্যে গিয়ে রেখে দিলো। কেউ দেখেনি। যুবকও দেখেনি। যুবক একটা Thank's-ও বলবে না।

যুবক আসছে। বৃদ্ধের মাথায় বোঝা উঠিয়ে দিলো। ঐ লোক তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। যুবক জমিনের মধ্যে দাড়িয়ে দাড়িয়ে চিন্তা করছে, আরে আমি তো জোয়ান মানুষ। শক্তিশালী মানুষ। আমি আমার জীবনে উপায় বের করে নিবো। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি - তার তো টাকা পয়সার দরকার। সম্পদের দরকার। যদি অভাবে পড়ে যায় তাহলে সে কোথায় পাবে? একথা মনে করে সে নিজের ফসলের স্তুপ থেকে কিছু ফসল - কিছু শস্য বৃদ্ধের ফসলের স্তুপে নিয়ে রেখে দিলো।

আল্লাহ তা'য়ালা তো দেখেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের দরিয়ায় জোশ এসে গেলো। ফলে দু'জন সারাদিন এই ফসল তাদের নিজেদের ঘরে উঠিয়েছে। তথাপি জমিনের ফসলের স্তুপ কমছে না।

আসলে এটা ছিলো মু'মিনের পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থা। যারা দয়াবান আল্লাহ পাকও তাদের প্রতি দয়াবান। তিনি তাদের প্রতি দয়া দেখান। এরশাদ হয়েছে :

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء

জমিনবাসীর উপর তোমরা দয়া দেখাও। আকাশবাসী তোমাদের উপর দয়া দেখাবেন।

যদি তুমি জমিনবাসীর প্রতি দয়া দেখাও তাহলে লোকে বলে - আমাকে দয়া দেখালো। তবে ভেবে দেখো যে, আকাশবাসী যদি তোমার উপর দয়া শুরু করে দেয় তাহলে সেই দয়া কী পরিমাণ সয়লাভ হয়ে যাবে? এখন তুমি তার সাথে দুনিয়া নিয়ে টানা-টানি করে কতদূর

উন্নতি করেছো? বঞ্চিত হচ্ছো সেই বিশাল লাভ থেকে! ছোট কিছু একটা ছেড়ে দাও। দেখবে বিশাল পাওনার অধিকারী হয়ে যাবে।

আমাদের পূর্বপুরুষ - ৫ :

সুলাইমান দারিমি। তিনি বলতেন যে, আমি যখন একটা লোকমা অন্যকে খাওয়াই তখন ঐ লোকের গলার ভিতর দিয়া লোকমাটা ঢোকার সাথে সাথে তার স্বাদ আমি অনুভব করি। মজাটা আমি পাই। নিজে খেলে এই স্বাদ পাই না, আরেক জনকে খাওয়ানোর সময় তার গলা দিয়া ঢোকার সময় সে স্বাদ আমি উপলব্ধি করি।

এটা কল্যাণের সহীত। আসলেই বাস্তব। যারা كريم - ঐ রকম উদার পর্যায়ের। তারা নিজেরা ভোগ করে তৃপ্তি পায় না, অন্যকে ভোগ করিয়ে যতটা তৃপ্তি পায়।

আমাদের মনের সংকীর্ণতার কারণে এখন আমরা বিচ্ছিন্ন। আবার অন্যের আনন্দ-ফুর্তিটা আমরা ভালো করে দেখতে পারি না! আসলে নিজেকে পরিবর্তন করলে সেটা আল্লাহ পাক দিয়ে দেন। এটা কষ্ট করে প্রাথমিক পর্যায়েই করতে হয়। কোরবানির মাধ্যমে নিজেরটা দিতে হয় – দিতে হয়ে - দিতে হয়। তখন মনের মধ্যে দেবার একটা ছাড় বা দেবার একটা স্বভাব এসে যায়। এগুলিও একটা কামাইয়ের বিষয়। কারো কারো তো আল্লাহ পাক মনের মধ্যে দিয়ে দেন – এটা ঠিক আছে। কিন্তু তা অর্জনেরও একটা বিষয়। আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী যখন এই ছাড়গুলি বান্দা দিতে থাকে ও আচরণগুলি করতে থাকে – তখন এসবই স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। নিম্নের উদাহরণে দেখুন :

আমাদের পূর্বপুরুষ - ৬ :

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। উনার ফর্মে একেবারে পুরাই উন্নত অবস্থান। যেদিকে যাচ্ছেন সেদিকেই তিনি বিজয় ছিনিয়ে আনছেন। রোম-পারস্য উভয় পরাশক্তি তার ভয়ে প্রকম্পিত। পুরা পৃথিবীতে তার দাপট চলছে। তিনি এতবড় জেনারেল।

উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। তিনিও সেটা মাথা পেতে নিয়েছেন। সামান্য ঢেউও সৃষ্টি হয় নাই। আর উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এই আশংকা করেননি যে, তাকে পদচ্যুত করে দিলে কোন রকম বিশৃঙ্খলা হবে।

এজন্যই উনাদের সর্বাপেক্ষা উন্নত ও উৎকৃষ্ট হওয়া। তাদের যে মান্যতা তা আমাদের মধ্যে কোথায়? যে জামাতের মধ্যে এই গুণাবলীগুলি আসবে সে জামাতের উপর আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য আসবে। তাদের দ্বারা দ্বীন বাস্তবায়ন হবে। অথচ নিম্নে দেখুন আমাদের অবস্থান ও বাস্তবতার কতক রুপ :

আমাদের অবস্থান ও বাস্তবতা - ১ :

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদিসে কেয়ামতের পূর্বমুহুর্তে দুনিয়া ধ্বংসের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে :

أدني صديقه و أقصي أباه

বন্ধুদেরকে ঘনিষ্ট বানাবে। পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে!

আমাদের অবস্থান ও বাস্তবতা - ২ :

মার অবাধ্য হবে! মাকে কষ্ট দিবে! অথচ স্ত্রীর মনের খুশির পিছনে ছুটবে!

এই আচরণগুলি এখন শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহর পানাহ।

আমাদের অবস্থান ও বাস্তবতা - ৩ :

আমাদের বর্তমান দেখুন, মুসলমান মুসলমানের সাথে দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ চলছে। কিন্তু কাফেরের সাথে রয়েছে মিল। অথচ কোরআনে কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ [٥:٥٤]

পারস্পরিক দয়াবান। কাফেরদের উপর কঠোর। [৫:৫৪]

মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলোর দিকে লক্ষ্য করুন। এক তো জুলুম করেছে যে, তারা নিজেদের সরকার টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেদের গদি, অবস্থান ও মন্ত্রিত্ব ধরে রাখার জন্য মুসলমানদের একটা দেহকে পঞ্চাশটা (৫৫) টুকরা করেছে। আহ! একটা দেহকে ৫৫ টুকরা!! পুরো মুসলিম উম্মাহ কি একটা দেহ ছিলো না? এই একটা উম্মাহকে কয়টা টুকরা করেছে? পঞ্চান্নটা (৫৫) টুকরা করেছে!

এই পাকিস্তান আর বাংলাদেশ ভাগ হলো কীভাবে? ওরা চেয়েছে রাজত্ব আমরা করবো। আর এরা চেয়েছে রাজত্ব আমরা করবো। এখন দু'জনে রাজত্ব করতে পারছে না। তাই দু'জনে দুই দেশ বানিয়ে নিয়েছে। এখন আমি রাজত্ব করবো। ভাগ হউক! তাও তো আমি রাজা থাকতে পারবো! আমি মন্ত্রি হতে পারবো! ভাগ না হলে যে আমি সেটা পারবো না। বিষয়টা এমনই।

তারা নিজেরা নিজেরা রাজা থাকার জন্য, নিজেরা নিজেরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য এই মুসলমান উম্মতের দেহটাকে ভাগ করে দিয়েছে! এখন খাবলা-খাবলি করছে। পঞ্চান্নটা (৫৫) জাতি হয়ে গেছে। অথচ সবাই একটা জাতি ছিলো। এটাই তো জুলুম।

কেন একজন বাংলাদেশি মুসলমান সৌদি-আরব এসে নিজের হালাল উপার্জন করে খেতে পারে না? ওদের গোলাম হয়ে খেতে হবে! কেন আল্লাহর জমিনে বিচরণ করতে তার আরেকজনের অনুমতি লাগবে? আল্লাহর জমিনে সে আল্লাহর ফযল তালাশে অন্যের অনুমতি ছাড়া গেলে সে অবৈধ হয়ে যাবে! সে আরেক দেশ থেকে মাল কিনে এনে এখানে ব্যবসা করলে, تجارة - এর মধ্যে সে জড়িত হলে কেন চোরা কারবারী হয়ে যায়? অথচ সে তার হক-হালাল সম্পদ থেকে মাল কিনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এনে বিক্রি করলো।

এইযে জুলুম-অত্যাচার। এইযে মুসলমান দেহটাকে এভাবে টুকরা টুকরা করে ফেললো! কোথায় এক মুসলমান আর আরেক মুসলমান। আরাকানি মুসলমানদেরকে হত্যা করে শেষ করছে! এমনকি তাদেরকে জায়গা পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে না। ভারত থেকে একটা হাতি আসছে। তো তাকে যত্ন করছে! সরকারি আমলা-কর্মচারী তার পিছনে পিছনে ছুটছে! এটাকে হেফাজত করছে! একে নিয়ে পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে! এটা ফেইসবুকে আসছে! তাকে নিয়ে বিশাল রক্ষনাবেক্ষণের চেষ্টা চলছে। রক্ষার চেষ্টা চলছে!

পাখি আসে। এসে এদেশের ফসল নষ্ট করে ফেলে। এটার নাম দিয়েছে অতিথি পাখি! এটাকে মারা যাবে না! যত্ন করতে হবে! তাদের দেশে আবার ফেরত দিতে হবে। এদেশের লাখ-লাখ টন খাদ্য-শস্য খেয়ে এগুলি চলে যাবে। এগুলি অতিথি পাখি! বড় বড় দেশ থেকে

আসে এগুলি! শক্তিশালী দেশ থেকে আসে এগুলি! এগুলিকে শিকার করলে গোনাহ হবে! একটা জানোয়ারের প্রতি দরদ দেখাচ্ছে! আর মুসলমান ভাইকে সে শত্রু বানাচ্ছে!! এই শয়তানির ভিতরে এখন আমরা জড়িয়ে আছি। আল্লাহর পানাহ।

আমাদের অবস্থান ও বাস্তবতা - ৪ :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারিজিদের এক শ্রেণীর ব্যাপারে বলেছেন :

يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوصان لان ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد

মুসলমানদেরকে হত্যা করে এবং মুশরিকদেরকে ছেড়ে দেয়। আমি এদেরকে পেলে আ'দ জাতিকে ধ্বংস করার মত ধ্বংস করতাম।

এখন এই মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নামে যে বাহিনী আছে - দেশের মধ্যে এদের কর্মকান্ডটা কী? এদের পরিষ্কার ঘোষনা যে, আমরা এই সমস্থ ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে 'জিরো টলারেন্স'। মানে, এদের ব্যাপারে কোনকিছু সহ্য করা হবে না! যেখানে পাচ্ছে সেখানে.....

কোরআনে কারীমে নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ [٩:٥]

মুশরেকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো। [৯:৫]

এরা কাজটা বাস্তবায়ন করছে! মুজাহিদদেরকে হত্যা করছে। ইসলামপন্থীদেরকে হত্যা করছে। নির্বিচারে হত্যা করছে। গুম করে দিচ্ছে। ক্রস ফায়ার করে দিচ্ছে। এই ব্যাপারে কোনকিছু

নাই। কোন মানবতাবাদীর চিৎকারও নাই! এরা জানোয়ারের পর্যায়েরও না! অতিথি পাখির মতও না!!

অন্যদিকে কাফের-মুশরিকদের সহিত সুসম্পর্ক। কুফফার দেশ তাদের বন্ধু। আরেকদেশ তাদের এই। অন্য আরেকটা তাদের ঐ। সারা পৃথিবীতে আমাদের কোন শত্রু নাই! সবাই আমাদের বন্ধু! আমরা বিবাদ করতে চাই না। আমরা অসাম্প্রদায়িক। মুসলিম জামাত একটা উম্মতকে পঞ্চান্নটা (৫৫) টুকরা করে তারা বলছে, আমরা অসাম্প্রদায়িক নীতি বাস্তবায়ন করছি! অসাম্প্রদায়িক মানে, মুসলমানের মধ্যে পঞ্চান্নটা (৫৫) ভাগ হবে ঠিকই। কিন্তু কাফেরদের সাথে তো আমরা মিলে আছি! কাফেরদেরকে তো আমরা ভিন্ন সম্প্রদায় মনে করি না – এই হিসেবে আমরা অসাম্প্রদায়িক!! কি হাস্যকর.....

চিন্তা করে দেখুন, কেমন ধরণের দাজ্জালি আমরা নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করে রেখেছি। এই মানসিকতা ও অবস্থা যতদিন আমাদের মধ্যে থাকবে আমাদের দ্বারা বিজয় আসবে না। মার খেতেই হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে মু'মিনের সেই গুণগুলো এবং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থাকা গুন না আসবে। এরশাদ হয়েছে :

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ [٥:٥٤]

মু'মিনদের ব্যাপারে তারা সহনশীল। কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর। [৫:৫৪]

মু'মিনদের সহনশীলতার গুণটা যতবেশি হবে, কাফেরদের সাথে কঠোরতার পরিমাণ সেই পরিমান বেশি হবে। কারণ, মু'মিনদের সাথে তারা সহনশীলতা দেখায় যেহেতু সে আল্লাহর

বান্দা। আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক আছে। আর আমি আল্লাহকে ভালবাসি মানে, আল্লাহ যাকে ভালবাসেন আমি তাকেও ভালবাসি।

আর একটা মানুষের মহব্বত মাপার স্কেল হলো যে, সে আরেকটা মানুষকে – আরেকজন মুসলমানকে কী পরিমাণ ভালবাসে। একজন মুসলমানের প্রতি তার ভালবাসার পরিমাণ দেখে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালার ভালবাসা তার মধ্যে সেই পরিমাণ আছে। আর অপর মুসলমানের সহিত তার যে পরিমাণ শত্রুতা ও ঘৃণা থাকবে – বোঝা যাবে যে, সে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সেই পরিমাণ ঘৃণিত এবং উনার নিকট সে ঐ পরিমাণ শত্রু হয়ে আছে।

এক্ষেত্রে পরিষ্কার মূলনীতি এইটা যে, আল্লাহর শত্রুর সাথে তার যেই পরিমাণ ঘনিষ্টতার সম্পর্ক সে আল্লাহ পাকের সেই পরিমাণ গোস্বার পাত্র হয়ে আছে। আর আল্লাহর বন্ধুদের সাথে তার যেই পরিমাণ ঘনিষ্টতা, সে আল্লাহ পাকের সেই পরিমাণ ঘনিষ্ট হয়ে আছে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুন।